Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাকিব সালেক

রোলঃ ২১৬০১১০৯৪

০২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাকিব সালেক
রোলঃ ২১৬০১১০৯৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাকিব সালেক, আইডিঃ ২১৬০১১০৯৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাকিব সালেক

সাকিব সালেক

আইডিঃ ২১৬০১১০৯৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

০২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	ভুমিকা	০৫
০২	পিতা মাতার হক	০৬
০৩	মাতা-পিতার হক সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস	০৯
০৪	পিতা-মাতার আনুগত্যে যে মর্যাদা পাবে সন্তান	১২
০৫	ইসলামে পিতার মর্যাদা ও সম্মান	১৩
০৬	ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও সম্মান	১৮
০৭	ইসলামে পিতা মাতার অধিকার	২৩
০৮	শেষকথা	২৮

ভূমিকা

আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, সকল শূকরীয়া মহান আল্লাহ তালার যিনি আমার মতো গুনাহগার বান্দাকে কবুল করেছেন "পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" এই বিষয়ে গবেষণা করার। আমার এই গবেষণাপত্র যাহারা হাতে নিয়ে পরবেন তাদের কাছে বিনীতভাবে দুয়া চাই যেন মহান আল্লাহ আমার এই ছোট চেষ্টা কবুল করেন। পিতা মাতা সন্তানের জীবনের মুল বীজ বপন করেন। সন্তানের জীবন সুন্দর করে তোলার জন্য পিতা মাতা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং মুহূর্ত উৎসর্গ করেন। পিতা মাতার সেবা এবং সম্মান করা ফরজ দায়িত্ব সন্তানের উপর। ইসলামে সন্তানের উপর মা বাবা এর কিছু হক অর্পণ করেছে। একজন সন্তান হিসেবে আমাদের সকলের উচিত মা বাবা এর হক সম্পর্কে জানা এবং এইগুলো যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করা। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে আদর্শ সন্তান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পিতা মাতার হক

পিতা মাতার অধিকার এবং তাদের হক যেন কোনভাবেই নষ্ট না হয় এই বিষয় প্রত্যেক সন্তানের পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পিতা মাতার হক মোট ১৪ টি, জীবিত অবস্তায় ৭ টি, মৃত্যুর পরে ৭ টি।

জীবিত অবস্থায় ৭ টিঃ

১) আজমত অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

২) মনে প্রানে মুহাব্বত করা

৩) সর্বদা মেনে চলা

৪) তাদের খেদমত করা

৫) তাদের জরুরত (প্রয়োজন) পূরণ করা

৬) তাদেরকে সবসময় আরাম পৌঁছানোর ফিকির (চিন্তা ভাবনা) করা

৭) নিয়মিত তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও দেখাশোনা করা

মৃত্যুর পরে ৭ টিঃ

১) তাদের মাগফিরাতের জন্য দুয়া করা

২) সোয়াব রেসানি করা

৩) তাদের সাথি-সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা

৪) সাথি-সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা

৫) ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা

৬) শরিয়াতশম্মত ওসিয়ত পুরা করা

৭) মাঝে মাঝে তাদের কবর জিয়ারত করা

সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহারের অধিকারী হলেন মাঃ

হযরত আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছ থেকে উত্তম আচরণ লাভের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উত্তরে বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা। তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।

পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবেঃ

আয়াত: - আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু ‘বছরে তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে।

হাদীস: - হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে সন্ধির সময় আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ। আমি কি তাঁর সাথে সদাচরণ করব? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, তাঁর সাথে সদাচরণ করো।

অক্ষম পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সন্তানের উপর ফরযঃ

হাদীস: - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাও।

পিতা-মাতার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলবে নাঃ

আয়াত: - তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কোরো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোন একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দুআ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।

হাদীস: - হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রায: থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়। ফলে ঐ ব্যক্তি পাল্টা তার পিতাকে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে গালি দেয় ফলে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহঃ

হাদীস: - হযরত মুগীরা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআ’ লা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত দাফন করা, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক প্রশ্ন ও সম্পদ অপচয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

মৃত্যুর পরে পিতা-মাতার কয়েকটি হকঃ

হাদীস: - হযরত আবূ উসাইদ সাঈদী রা: বলেন, একদা আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম এমতাবস্থায় বনী সালামার এক লোক এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের সাথে সদাচরণ করার কিছু বাকী আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।

হাদীস: - হযরত ইবনে উমর রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম নেক কাজ হলো পিতার অবর্তমানে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।

মাতা-পিতার হক সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস

সন্তানের কাছে মাতা-পিতার প্রাপ্য অধিকারই তাদের হক। সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হচ্ছে মাতা-পিতা। তাই মাতা-পিতাই তার সর্বাপেক্ষা আপনজন। মাতা-পিতার প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। সন্তানের জন্য অবধারিত মাতা-পিতার প্রতি অবশ্য পালনীয় এসব দায়িত্ব কর্তব্যই মাতা-পিতার হক রূপে আখ্যায়িত হয়।

মাতা-পিতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন: ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার প্রতি উত্তম আচরণ কর।’ (নিসা ৩৬)

‘আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার প্রতি উত্তম আচরণ কর। যদি তাঁদের একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে কখনো ‘উহ’ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে মার্জিত ভাষায় কথা বল। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।’ (বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)

‘আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। এ মর্মে যে, তোমরা আমার এবং তোমাদের মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’ (লোকমান ১৪)

‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার মাতা-পিতা তোমাকে আমার সঙ্গে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।’ (আনকাবুত ৮)

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মাতা-পিতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সব ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন।’ (নূহ ২৮)

মাতা-পিতার হক সম্পর্কে হাদীস: হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর (সা.) বললেন সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুজুর (সা.) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুজুর (সা.) বললেন তোমর মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুজুর (সা.) এবার জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃজিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সা.) জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা।’ (বুখারী, মুসলিম)

হযরত মুগীরা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া, তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম (সা.) এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার মাতা-পিতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

পিতা-মাতার আনুগত্যে যে মর্যাদা পাবে সন্তান

মান-সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

দুনিয়া ও আখেরাতে সন্তানের মর্যাদা লাভের একমাত্র উপায় হলো পিতা-মাতার আনুগত্য করা। পিতা-মাতার প্রতি যত্নবান হওয়া। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের জন্য দোয়া করার ভাষাও শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উঃ/উফ্' বলো না এবং তাদের ভর্ৎসনা কর না; এবং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্র ভাষায় কথা বল।

'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবত থেকো; এবং বল- হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে পতিপালন করেছে।' (সুরা ইসরা: আয়াত ২৩-২৪)

যারা দুনিয়ায় উল্লেখিত আয়াতের বাস্তবায়নে পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও তাদের প্রতি যত্নবান হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে। সে সব সন্তানের জন্য দুনিয়া ও পরকাল হবে সুখ ও শান্তিময়।

পিতামাতার সম্মান ইজ্জত ও তত্ত্বাবধানে সন্তান দুনিয়া ও পরকালে মর্যাদা লাভ করবে, এ ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। হাদিসে এসেছে-

হজরত আমর বিন মুররা জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কুজায়া বংশের এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! (আমি) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি; মালের জাকাত দেই; রমজানের রোজা রাখি; আমার সাওয়াব কতটুকু হবে?

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এ কাজ করে যে মৃত্যুবরণ করল, সে কিয়ামতের দিন আম্বিয়া; সিদ্দিকীন; শহিদগণের সঙ্গে এমনভাবে থাকবে; এ বলে তিনি দু’ টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। তবে এর জন্য শর্ত হলো- সে যেন পিতামাতার নাফরমানি না করে।’
(ইবনে হিব্বান, ইবনে খুজায়মা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাদের জন্য দোয়া করার তাওফিক দান করেন। পিতা-মাতার মর্যাদা সমুন্নত করে নবি, সিদ্দিক ও শহীদগণের সঙ্গে জান্নাতের থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইসলামে পিতার মর্যাদা ও সম্মান

সন্তানের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ব্যক্তি বাবা। বাবা জীবনের ভরসা ও ছায়ার নাম। ছেলেমেয়ের জন্য তিনি কি না করেন। তাই বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা দিনক্ষণে বেঁধে রাখা যায় না। মা-বাবার প্রতি সর্বদা ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা, তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করা এবং তাদের সেবা-যত্ন করার ব্যাপারে সবচয়ে বেশি তাকিদ প্রদান রয়েছে ইসলামে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বহু

আয়াতে পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা বনি ইসরাইলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ’ শব্দটিও বল না। তাদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’

হুকুকুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকারের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার অগ্রগণ্য। রাসুলুল্লাহকে (সা.) পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।’ (ইবনে মাজা: ৩৬৬২)

অর্থাৎ তাদের সেবা-যত্নে আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে তাদের অন্তরে কষ্ট দিলে জাহান্নাম অবধারিত। নবীজি (সা.) এরশাদ করেছেন, ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট।’ (তিরমিজি: ১৯৬২) ।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমার ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও।’ (মুসনাদে আহমদ: ২১৭৬৫)

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুম করলেও তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা যাবে না। এ মর্মে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা থাকে। একজনের আনুগত্য করলে

জান্নাতের একটি দরজা খোলা থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হয় তাদের জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা থাকে। একজনের অবাধ্যতা করলে জাহান্নামের একটি দরজা উন্মুক্ত থাকবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি পিতা-মাতা সন্তানের ওপর অবিচার করে? নবীজি বললেন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা অবিচার করলেও তাদের হক নষ্ট করার দরুন তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।' (মেশকাত: ৪৯৪৩) ।

এ থেকে বোঝা যায়, মা-বাবার সম্মান ও মর্যাদা কতটা ঊর্ধ্বে। বস্তুত মা-বাবা সন্তানের জন্য বিরাট নেয়ামত। তাদের খেদমত ও সেবা-যত্নের সুফল সন্তান দুনিয়াতেই ভোগ করে। এ মর্মে নবীজি (সা.) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত এবং রিজিক বৃদ্ধির কামনা করে সে যেন আপন পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।' (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি: ৭৮৫৫) ।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সুদৃষ্টি কবুল হজের সওয়াব সমতুল্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, 'পিতা-মাতার অনুগত সন্তান তাদের প্রতি দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে তাকালে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের নেকি লিখে দেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি প্রতিদিন শতবার তাকায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবুও। আল্লাহ তার থেকে বেশি দাতা ও শ্রেষ্ঠ।' (কানজুল উম্মাল: ৪৫৫৩৫)

পিতা-মাতার খেদমত ও তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণের প্রতিদান যেমন অফুরন্ত, তেমনি তাদের অবাধ্য হওয়া এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার গুনাহও মারাত্মক। একটি হাদিসে নবীজি (সা.) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহের কথা বলব? সাহাবাগণ বললেন, জি, বলুন। রাসুল বললেন, তা হলো, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অথবা মিথ্যা কথ্যা বলা।' (মুসলিম: ২৬৯) ।

অন্য একটি হাদিসে নবীজি (সা.) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের জন্য বদ দোয়া করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'তার নাক ধূলি ধূসরিত হোক। কথাটা তিনবার বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কার কথা বলছেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোনো একজনকে অথবা উভয়জনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। অর্থাৎ তাদের খেদমত করে জান্নাতের উপযুক্ততা লাভ করতে সক্ষম হলো না।' (মুসলিম: ২৫৫১)

পিতা-মাতা জান্নাত লাভের সহজ পথ। তাদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে অন্তর চিরে বেরিয়ে আসে সন্তানের জন্য দোয়া। আর সুজলা-সুফলা হয়ে উঠবে সন্তানের ইহকাল-পরকাল।

একজন বাবার মাধ্যমে সন্তানের জীবনের শুরু। সন্তানের জীবনে বাবার অবদান অনস্বীকার্য।কোনো সন্তান বাবার ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারে না। কঠোর শাসন, কোমল ভালোবাসা আর ত্যাগে অগ্রগামী যিনি, তিনিই তো বাবা।বাবারা যে কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন। সবসময় চেষ্টা করেন সামান্য কষ্ট যেন সন্তানকে স্পর্শ না করে।সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তারপরও বাবাদের সঙ্গে আমাদের সমাজের অনেকেই খারাপ আচরণ করে থাকেন।এটা ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ; হাদিস বিরুদ্ধ কাজ; কোরআন বিরুদ্ধ কাজ। এ কাজের প্রতি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে শরিয়তে ইসলামে।

সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'আমি নবী করিম (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন সময়মতো নামাজ পড়া। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন

পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা।-সহিহ বোখারী ও মুসলিম।

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর তিনটি অতি প্রিয় কাজের মধ্যে একটি হলো বাবা-মা' র সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। অন্য আরেক হাদিসে বলা হয়েছে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল যোগ হতে থাকে- ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. কল্যাণময় শিক্ষা ও ৩. এমন সৎ সন্তান যে মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।' -সহিহ মুসলিম

এই হাদিসে 'সদকায়ে জারিয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে এমন জনসেবার কাজ, যা দ্বারা বছরের পর বছর মানুষ উপকৃত হয়। তা দ্বারা যতদিন মানুষ উপকৃত হবে, ততদিন এই সেবাদানকারীর আমলনামায় নেক আমল বা সওয়াব যোগ হবে। আর 'কল্যাণময় শিক্ষা' বলতে এমন জ্ঞান ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম আল্লাহর পথে চলতে থাকে। আর সৎ সন্তানের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট। হাদিসে আছে, মৃত ব্যক্তির জন্য সৎ সন্তানের দোয়া অনেক উপকারী।

জন্মদাতা পিতাকে আমরা বাবা বা আব্বা বলে ডাকি। সম্বোধন হিসেবে এটা নতুন নয়। পিতা কিংবা বাবার সমার্থবোধক অনেক শব্দ সমাজে প্রচলিত। তবে অঞ্চল ও ভাষাভেদে এর হেরফের অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইসলাম জন্ম পরিচয়ের সূত্র প্রকাশের সময় আপন পিতা ছাড়া অন্যের দিকে নিজের পরিচয়কে সম্পর্কযুক্ত করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে।

এমনকি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনসহ অন্য যে কোনো কারণ দেখিয়েই হোক না কেন, জন্মদাতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে ডাকতে বা পরিচয় দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের এই অবস্থান থেকেই বুঝে আছে, বাবার

প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।এভাবেই ইসলাম পিতৃত্বের পরিচয়কে সুসংহত করে পিতার মর্যাদাকে উচ্চাসনে বসিয়েছে।

ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও সম্মান

মা হজ্ব: - "সন্তান তার মা-বাবার দিকে যতবার অনুগ্রহের নজরে তাকায়, আল্লাহ প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজ্বের সাওয়াব দান করেন" ! (বায়হাকি-মিশকাত, পৃ. ৪২১)

মা জান্নাত: - "মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত" ! (আহমাদ, নাসাঈ)

মা জিহাদ: - "নামাযের পরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও" ! (বোখারী)

মা দোয়া কবুলের গ্যারান্টি: - "সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই" ! (তিরমিজি)

মা আল্লাহর সন্তুষ্টি: - "আল্লাহর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে" ! (তিরমিজি)

মা ধ্বংস থেকে রক্ষাকবজ: - "সেই সন্তানের ধ্বংস অনির্বায, যে তার মাতা-পিতাকে অথবা দুইজনের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাতে যেতে পারল না" ! (সহীহ মুসলিম)

মা জান্নাতের সুঘ্রাণ: - "৫০ হাজার বছরের দূরত্বে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আর অবাধ্য সন্তান এ ঘ্রাণও পাবে না" ! (তাবরানি)

মা জান্নাতের নেয়ামত: - “পিতা-মাতার অবাধ্যচারী সন্তানকে আল্লাহ কখনই জান্নাতের নেয়ামতরাজির স্বাদ নেবারও সুযোগ দেবেন না। তবে তারা তওবা করলে ভিন্ন কথা” ! (তিরমিজি)

মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ইবাদতের মত: - “আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো” ! (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)

{এ আয়াতে আল্লাহ পিতা-মাতার সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে অপরিহার্য করেছেন।}

মা শুকরিয়া: - “তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো এবং পিতা-মাতারও” ! (সূরা লোকমান: ১৪)

{এ আয়াতে আল্লাহ নিজের শুকরিয়ার সাথে পিতা-মাতার শুকরিয়াকেও অপরিহার্য করেছেন।}

মা নবীজির (সা.) দীদার: - “হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.) নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কী করতে পারি?’ নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, ‘আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি ও বেশি ফজিলতের কাজ।’

মা শাস্তি থেকে রক্ষাকবজ: - “সমস্ত গুনাহ-ই এমন যে, তা থেকে আল্লাহ যাহা এবং যতটা ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, দুর্ব্যবহার করা, অধিকার আদায় না করার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। বরং যে লোক এই গুনাহ করে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পূর্বেই তার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন” ! (মিশকাত)

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দটি হচ্ছে মা। কবির ভাষায়, ‘যেখানে দেখি যাহা, মা-এর মতন আহা, একটি কথায় এত শুধা মেশা নাই। জগৎ সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মাঝে যে মানুষটির একটু সান্ত্বনা আর স্নেহ-ভালোবাসা আমাদের সব বেদনা দূর করে দেয়, তিনিই হলেন মা। মায়ের চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। দুঃখে-কষ্টে, বিপদে-সংকটে যে মানুষটি স্নেহের পরশ বিছিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন, মা। প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা একমাত্র মায়ের। মায়ের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে চলে না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ির সম্পর্ক, যা একটু আঘাত পেলেই প্রতিটি মানুষ ‘মা’ বলে চিৎকার দিয়ে জানান দিয়ে থাকে।

একদিন হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আসসালামী (রা.) রাসুল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জিহাদ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?’ জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, ‘তোমার মা আছেন?’ তিনি বললেন, ‘আছেন।’ রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো, কেননা তাঁর পায়ের নিচেই জান্নাত।’

ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে তার মা অতি মূল্যবান হয়ে থাকে। শুধু মানুষ কেন? পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই তার মায়ের কাছে ঋণী। সে ঋণ শোধ করার কোনো উপকরণ আল্লাহপাক দুনিয়ায় সৃষ্টি করেননি।

ইসলাম মায়ের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেন, ‘আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো’ !

- (সুরা লুকমান: ১৪) ।

একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন, মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা- (বুখারি-মুসলিম) ।

মায়ের ত্যাগের তুলনা হয় না : সন্তানের জন্য তুলনামূলকভাবে মা-ই বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। গর্ভধারণ, দুধপান, রাত জেগে সন্তানের তত্ত্বাবধানসহ নানাবিধ কষ্ট একমাত্র মা-ই সহ্য করেন। তা ছাড়া সন্তানের প্রতি মা-ই সবচেয়ে বেশি যত্নবান ও বেশি আদর-সোহাগ করে থাকেন। কোরআনে কারিমে আল্লাহপাক বলেন, আর আমি মানুষকে মা-বাবার সঙ্গে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছেন। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ৩০ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং ৪০ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ওপর ও আমার মা-বাবার ওপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি এবং আমি যেন ভালো কাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আহকাফ : ১৫)।

ইসলাম মাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মা-বাবাই হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম’ !
- (ইবনে মাজাহ-মিশকাত, পৃ. ৪২১)।

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সাওয়াব দান করেন।
(বায়হাকি-মিশকাত, পৃ. ৪২১)।
ইসলাম মায়ের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।' (ইবনে মাজা, নাসায়ী)।

এ হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টত বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্তান জান্নাতে ঠাঁই পাবে কিনা তা মায়ের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মুমিনকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট থাকতে হবে তেমনি জননীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ ঘটাতে হবে। রাসূল (সা.) জিহাদে যাওয়ার চেয়েও মায়ের সেবা করাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফের হাদিসে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (স.)-এর দরবারে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি আমার সদাচরণ ও আনুগত্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী? তিনি এরশাদ করলেন, তোমার 'মা'। সে আরজ করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার 'মা'। আবার সে আরজ করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার 'মা'। পুনরায় সে নিবেদন করল, তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন, তোমার পিতা। সন্তানের জন্য তুলনামূলকভাবে মা-ই বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। গর্ভধারণ, দুধপান, রাত জেগে সন্তানের তত্ত্বাবধানসহ নানাবিধ কষ্ট একমাত্র মা-ই সহ্য করেন। তা ছাড়া সন্তানের প্রতি মা-ই সবচেয়ে বেশি যত্নবান এবং বেশি আদর-সোহাগ করে থাকেন।

একবার হজরত ইবনে ওমর (রা.) দেখতে পেলেন, এক লোক তার মা-কে পিঠে নিয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করছে। অনন্তর সে লোক জিজ্ঞেস করল, ইবনে ওমর, আপনি কি মনে করেন, আমি মাকে নিয়ে এভাবে তওয়াফ করায়

তার কিছু ঋণ পরিশোধ করতে পারলাম? ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তোমাকে গর্ভে ধারণ করাকালীন সময়ের নানাবিধ যাতনার একটির ঋণও শোধ করতে পারনি। তবে তুমি ভালো কাজ করছে, তোমার এ অল্প কাজেই আল্লাহ তোমাকে বহু পুণ্য দেবেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, ‘চার শ্রেণির লোককে আল্লাহ কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে দেবেন না, আর জান্নাতের নেয়ামতরাজির স্বাদ নেবারও সুযোগ দেবেন না।
(১) মাদকাসক্ত (২) সুদখোর (৩) এতিমের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী (৪) পিতা-মাতার অবাধ্যচারী। তবে তারা তওবা করলে ভিন্ন কথা।
- হাকেম।

রাসূল (স.) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
(ক) মজলুম বা অত্যাচারিতের দোয়া,
(খ) মুসাফির বা সফরকারীর দোয়া,
(গ) সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দোয়া

ইসলামে পিতা মাতার অধিকার

ইসলাম মাতা-পিতাকে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। ইসলামের বিধানমতে, আল্লাহ তাআলার পরেই মাতা-পিতার স্থান।

এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে,
‘তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তিও অবজ্ঞামূলক

কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো, "হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।" '
(সুরা-১৭ ইসরা-বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪) ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন, 'আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৪) ।

'আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতিকষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫) ।

আরও বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।'
(সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬) ।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পরেই মা-বাবার অধিকার। সেই অধিকার কীভাবে আদায় করতে হবে, সেটাও বলা হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! কে আমার উত্তম আচরণ

পাওয়ার বেশি হকদার?' তিনি বললেন 'তোমার মা' ; সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা' ; সে আবারও বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা' । সে পুনরায় বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা' । (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ) ।

প্রিয় নবী (সা.) আরও এরশাদ করেন, 'জান্নাত মায়ের পদতলে' । (মুসলিম)

মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো, রাসুল (সা.) তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হাদিস শরিফে এসেছে–একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবাহ দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন! আমিন!! আমিন!! বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?'

নবী করিম (সা.) বললেন: না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বারে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি {রাসুল (সা.)} সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক) । আমি যখন মিম্বারের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম,

আমিন! আমি যখন মিম্বারের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।’ তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন!

নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও জাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।’

হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, ‘আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।’
(সুরা-১৯ মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২) ।

বনি ইসরাইলের নবী হজরত মুসা (আ.)-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আর আমি বনি ইসরাইল থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ৮৩) ।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের অধিকারী ও উত্তরাধিকারী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে

পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।’
(সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ১১) ।

রাসুল (সা.)-এর জমানায় বিখ্যাত এক আশেকে রাসুলের ঘটনা আমরা জানি। যিনি প্রিয় নবীজি (সা.)-কে দেখেননি। সেই আশেকে রাসুলের নাম হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.) । প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জমানায় থেকেও তিনি সাহাবি হতে পারেননি মায়ের সেবা করার কারণে। তবে এতে করে তাঁর মর্যাদা কমেনি; বরং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। একবার ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কী করতে পারি?’ নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, ‘আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরী ও বেশি ফজিলতের কাজ।’ শুধু তা-ই নয়, নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি জুব্বা তার জন্য রেখে যান এবং বলেন, ‘মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি; আমার ইন্তেকালের পর আমার এ জুব্বাটি তাকে উপহার দেবে।’ নবীজি (সা.) জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে এবং তিনি বলেন, ‘হে ওমর! ওয়াইস আল করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।’

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমাদের ওয়াইস করনির মতো মায়ের সেবা ও খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দিন। আমিন

শেষকথা

এক মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সাথে এক ধনী ব্যক্তির পরিচয় হয়েছে, তাদের কথোপকথন এর কিছু অংশ তুলে ধরলাম (এটি সত্য ঘটনা)

জীবনের সব অর্জন দিয়ে একটা আড়াই কাঠার প্লট কিনেছেন ঢাকায়। নিজের টাকা না থাকায় ডেভেলপার কোম্পানিকে দিয়েছেন বাড়ী বানাতে। তাকে ৩ টি ফ্ল্যাট দিয়েছে কোম্পানি যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা।

কথায় কথায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বললেন আমি একটা বড় বাসা খুঁজতেছি। তিনি জানতে চাইলেন কি দরকার বড় বাসার? বললাম বাবা মায়ের থাকতে কষ্ট হয়। বড় বাসাটা আসলে তাদের জন্যই দরকার।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন.... নীরবতা ভেঙ্গে বলতে শুরু করলেন, "আমারও একসময় থাকতে কষ্ট হতো। বাবা মা ছোটবোন নিয়ে থাকতাম, বড় বাসা নিতে পারিনি। এখন আমার নিজের নামে ৩ টা ফ্ল্যাট। বাবা মা মারা গিয়েছে জমি কেনার পরপরই। ফ্ল্যাটে তাদের থাকার ভাগ্য হয়নি। আজ অনেক বড় বাসা কিন্তু শূন্য মনে হয় সব"!

সব শেষে তিনি যা বললেন আমি নিজেই বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম। আমাকে বললেন "এই মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে বলতো আমার সম্পত্তি এই ৩ কোটি টাকার ফ্ল্যাট এর বিনিময়ে হলেও একবার শুধু বাবা মা কে দেখতে পারবো আমি সব দিয়ে দিতাম, সব"!! পরে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি আর কথা বলতে পারেন নি, আর কিছু জানতে চাইনি। তবে শেষে যাওয়ার আগে ধনী ব্যক্তি বারবার বলছিলেন "বাবা মা থাকতে থাকতে যত্ন করেন, এমন জান্নাত আর পাবেন না"!

একটি অবাধ্যতার সন্তানের কথা বলছি

বাবা মায়ের এক মাত্র সন্তান হওয়াতে অত্যাধিক ভালোবাসা নষ্ট করে দিয়েছিলো। বাবা মা এর অসম্মান বা কষ্ট দেয়াকে সে কোনো অপরাধী মনে করতো নাহ। বড় হওয়ার পরো আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটলো নাহ, দিন দিন দূরব্যবহার চরম হতে থাকলো ।এই অবস্থায় এক দিন বাবা মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মা সন্তানের কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, ইসলামের মূল্যবোধকে সে আমলেই নিতো নাহ; বরং তার মা কিছু বললে সে উল্টো আরো খারাপ ব্যবহার বেশি করতো। অবস্থা খারাপ হতে হতে তার দুরব্যবহার সীমা অতিক্রম করে। সদুপদেশ আর মমতাভরা স্পর্শে যখন কাজ হচ্ছিলো নাহ, মা ভেবেছিলেন একটু শাসালে হয়তোবা সে শুধরাবে, একটু সংযত হবে। কিন্তু আফসোস তাতেও কোনো কাজ হয়নি বরং সন্তান তার মাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করলো এবং ক্ষতি করার হুমকি দিলো। একদিন মা ছেলেটিকে ছোট্ট একটা উপদেশ দিলো, ছেলেটি রেগে নিজের পায়ের জুতো খুলে মায়ের দিকে ছুড়ে মারলো। জুতোটা লাগলো মায়ের পিঠে। অপমানে বিদ্ধস্থ মা মনে মনে বললেন " কিভাবে এমন ছেলেকে পেটে ধরেছি! গভীর দুঃখ ও প্রচন্ড শোকে তার মুখ দিয়ে অভিশাপ চলে এলো। মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখেই ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বাজে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে থাকলো রাত ভর। নেশা থেকে শুরু করে সব খারাপ অভ্যাস এ আসক্ত হয়ে পরেছিল। একটিবারের জন্য সে তার মায়ের খোঁজ নেয়া এর প্রয়োজন বোধ করেনি। অন্যদিকে দুঃখিনী মা অপমানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন নাহ।

পরেরদিন সকালে ছেলেটি ঘুম ভাঙ্গার পরে ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। যে হাত দিয়ে সে মায়ের দিকে জুতো মেরেছে সে হাত আর নড়ছে নাহ। কোনোভাবেই হাত নাড়াতে পারছে নাহ। অনেক যন্ত্রনা আর ব্যাথায় সে কাতর হয়ে পরলো। অচল হাত ধরে সে কাঁদতে শুরু করলো। সকালে যখন মা ছেলের জন্য নাস্তা তৈরী করছেন এমন সময় ছেলে এর চিৎকার শুনে ছেলে

এর ঘরে ছুটে গেলেন। মায়েরা অন্য রকম মানুষ হয়ে থাকেন, সন্তান অবাধ্য হলেও তাদের অন্তরে থাকে অপরিসীম ভালোবাসা, অনেক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। এমন হতভাগা সন্তানের জন্যও মায়ের অন্তরে মায়া থাকে। চরম অত্যাচারী সন্তানের এইরকম সন্তানের এইরকম অবস্থা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন এইটা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে শাস্তি।সন্তানের নির্দয় আচরণের কথা ভুলে যেয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহ এর কাছে সাহায্য চাইলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে আল্লাহর হুকুম কার্যকর হয়ে গেছে।

জালিমের কোনো অন্যায় আর অবিচার আল্লাহ এর কাছে গোপন থাকে না। তাদের ফায়সালা তো আল্লাহ এর হাতে তৈরী আছে, কিন্তু তারা সেইটা বুঝতে পারে নাহ। এই বুঝতে না পারার কারণে তারা নিশ্চিন্তে যে জীবন কাটায় এই অবকাশটুকু আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে থাকেন এই জন্য যে তাদের ধ্বংসটাও শোচনীয় হয়।

বেঁচে থাকতে বাবা-মাকে ছয় মাসে অন্তত একবার একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে শারীরিক চেকআপ করানো উচিত। বসা থেকে উঠতে গেলে হাঁটুতে ব্যাথা লাগে কিনা, ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে আছে কিনা, ঠিকমতো খাবারগুলো খেতে পারছে কিনা, রাতে ঘুম হয় কিনা, মনটা ভালো আছে কিনা - সন্তানের শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ রাখতে হবে। এরপর জীবনে হয়তো অনেক সময় পাওয়া যাবে কিন্তু যত্ন করার মানুষগুলো একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে নাহ।একজন বাবা পৃথিবীর এমন এক নেয়ামত, যিনি সারাজীবনের কষ্টার্জিত মহামূল্যবান সম্পদগুলো অকাতরে সন্তানদেরকে দিয়ে দেন।যদি মা সন্তানদেরকে ৯ মাস পেটে ধারণ করে থাকেন; তবে বাবা সারাজীবন স্বীয় ব্রেইনের মধ্যে ধারণ করে চলতে থাকেন!!! পৃথিবীটা ততক্ষণই সুন্দর ও উপভোগ্য মনে হয় যতক্ষণ 'বাবা এবং মা' নামক সত্বার ছায়া মাথার উপর বিরাজমান থাকে। তাই বেঁচে থাকা অবস্তায় বাবা মাদের কদর করতে হবে।চলে গেলে তাঁদের জন্য দু'হাত তুলে দু'আ করতে হবে।আল্লাহ তা'আলা

সকলের মা-বাবাকে সুখে-শান্তিতে রাখুন। ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল বাবা মায়েরা।

আমরা জীবনের যে অবস্থায় থাকব আমাদের অন্তরে যেন এই দুয়া সবসময় এবং সর্ব অবস্থায় এই দুয়া যেন থাকে

রাব্বিরহাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা